দানিয়েলের বই - সংখ্যা একশো সাঁইত্রিশ

পথনির্দেশক চিহ্নসমূহের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তাৎপর্যের উন্মোচন: ১৭৭৬ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত

Jeff Pippenger
2024-03-15

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের শুরু হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইনে সমাপ্ত হওয়া এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণের সময়টি সেই সময়কাল, যখন প্রত্যেকে দর্শনের ফল পরিপূর্ণতা পায়। সেবে দর্শনের কিছু খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু রবিবারের আইন-পরবর্তী যেগুলো ঘটে, সেগুলিও মোহরকরণের সময়কালেই নোঙরিত থাকে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণই সেই সময়, যেখানে চিরন্তন চুক্তি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হয়। সে সময়ে খ্রিস্ট তাঁর লোকদের হৃদয় ও মনে তাঁর আইন অনন্তকালের জন্য লিখে দেন। সেই মোহরকরণ দেবত্ব ও মানবতার মিলনে প্রতীকায়িত, যা পাপ করে না।

'দুইশ কুড়ি'–এর প্রতীকী সংযোগ উভয়ই প্রতিনিধিত্ব করে—পুনঃস্থাপন এবং ঐশ্বরিকতার সঙ্গে মানবতার সমন্বয়। কিং জেমস বাইবেল থেকে ১৮৩১ সালে উইলিয়াম মিলারের প্রথম জনসমক্ষে উপস্থাপনা, এবং পরবর্তীতে ১৮৩৩ সালে ভারমন্ট টেলিগ্রাফে প্রকাশনা পর্যন্ত দুইশ কুড়ি বছর, ঐশ্বরিকতা ও মানবতার সমন্বয়েই প্রতিনিধিত্ব করে। এতে 'সত্য'–র স্বাক্ষর রয়েছে—সেই হিব্রু শব্দ, যা 'বিস্ময়কর ভাষাবিদ' হিব্রু বর্ণমালার প্রথম, ত্রয়োদশ এবং শেষ অক্ষর একত্র করে গঠন করেছিলেন। ১৬১১ সালের কিং জেমস বাইবেল থেকে শুরু করে ১৮৩১ সাল এবং উইলিয়াম মিলারের বার্তার প্রকাশনা পর্যন্ত দুইশ কুড়ি বছর, 'বিস্ময়কর ভাষাবিদ'–এর স্বাক্ষর প্রতিফলিত করে।

ওই দুই তারিখের (১৬১১ ও ১৮৩১) মাঝখানে, ১৭৯৮ সালের 'শেষ সময়' দানিয়েলের পুস্তক (কিং জেমস বাইবেল)-এর একটি বার্তার সীলমোহর খোলা হওয়াকে নির্দেশ করে, যা জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটায় এবং যা ১৮৩১ সালে মিলারের প্রকাশনার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। ১৭৯৮-এর 'শেষ সময়' আরও এমন এক পরীক্ষার প্রক্রিয়ার সূচনা চিহ্নিত করে, যা 'মূর্খ কুমারীদের' বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিল; যাদেরকে দানিয়েল বারো অধ্যায়ে 'দুষ্ট' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং ১৭৯৮ প্রথম ও শেষ অক্ষরের মাঝখানে থাকা সংখ্যা তেরোকে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ তেরো বিদ্রোহের প্রতীক। ১৭৯৮ আরও ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত প্রস্তুতির সময়কালের সঙ্গে, অর্থাৎ 'শেষ সময়'-এর সঙ্গে, সংযুক্ত।

মিলারের দুইশ কুড়ি বছরের সংযোগের মতোই, ১৭৭৬ সালও একটি ঐশ্বরিক প্রকাশ—ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্স—দ্বারা চিহ্নিত, এবং এমন এক সময়পর্বের সূচনা করে যা ১৭৯৮ সালে এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস প্রকাশের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। মিলারের ঐশ্বরিকতা ও মানবতার প্রতীকী সংযোগের দুইশ কুড়ি বছরকে ১৭৯৮ সাল সংযুক্ত করে ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্সের প্রকাশ থেকে ১৭৯৮ সালের এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টসের প্রকাশ পর্যন্ত প্রস্তুতির বাইশ বছরের সঙ্গে। বাইশ যেহেতু দুইশ কুড়ির এক-দশমাংশ, অর্থাৎ দুইশ কুড়ির দশমাংশ; সংখ্যাটি বাইশও, দুইশ কুড়ির মতোই, ঐশ্বরিকতার সঙ্গে মানবতার সংযোগকে প্রতিনিধিত্ব করে।

মিলারের দুই শত বেশি বছর যেমন সত্যতার ছাপ বহন করে, তেমনি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহর দেওয়ার সময়কালও বহন করে; আর ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত প্রস্তুতির সময়কালও একই ছাপ বহন করে, কারণ ১৭৮৯ সালের মাঝামাঝি তারিখটি তেরোটি উপনিবেশ কর্তৃক অনুমোদিত সংবিধানের প্রকাশকে চিহ্নিত করে।

মিলারের সংযোগ, যা ১৬১১ সালে শুরু হয়ে ১৮৩১ সালে শেষ হয়েছিল এবং যার মধ্যবিন্দু ছিল ১৭৯৮ সালে, তা ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত বাইশ বছরের সময়কালের সঙ্গে যুক্ত, যার মধ্যবিন্দু ১৭৮৯। পাঁচটি তারিখ—১৬১১, ১৭৭৬, ১৭৮৯, ১৭৯৮ এবং ১৮৩১—প্রকাশনাক্রমের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রস্তুতির সময়কালের তারিখগুলিতে ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত বাইশ বছরের দশমাংশ প্রতিফলিত হয়, এবং সেই সময়কাল এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরের সময়কে চিত্রিত করে, যা সেই সময় যখন দেবত্ব মানবতার সঙ্গে যুক্ত হয়। মিলারের দুইশ কুড়ি বছরের সময়কাল এবং ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত বাইশ বছরের প্রস্তুতির সময়কাল—উভয়ই দেবত্ব ও মানবতার সংযোগকে প্রতিনিধিত্ব করে।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরিত হওয়ার সময় ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ শুরু হয়েছিল এবং এটি চিহ্নিত হয়েছিল তৃতীয় বিপর্যয়ের ইসলামের আধ্যাত্মিক গৌরবময় ভূমিতে আঘাত হানার মাধ্যমে। বাইশ বছর পরে, ৭ অক্টোবর, ২০২৩-এ, তৃতীয় বিপর্যয়ের ইসলাম আবারও আদর্শগত, আক্ষরিক গৌরবময় ভূমিতে আঘাত হানল। শিগগির আসন্ন রবিবারের আইন কার্যকর হলে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরিত হওয়া সম্পন্ন হবে, এবং তৃতীয় বিপর্যয়ের ইসলাম আবারও যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানবে।

সিলমোহরের সময়কাল শুরু হয় ভূমির জন্তুর উপর ইসলামের এক আক্রমণের মাধ্যমে, এবং শেষও হয় ভূমির জন্তুর উপর ইসলামের এক আক্রমণেই। মাঝখানে তৃতীয় হায়ের পর্বে ইসলাম ইস্রায়েল জাতিকে আঘাত করেছিল, যা বাইবেলীয়ভাবে যিহূদা হিসেবে উপস্থাপিত। যিহূদা ছিল বাইবেলের প্রাচীন আক্ষরিক গৌরবময় ভূমি, আর যুক্তরাষ্ট্র হলো আধুনিক আধ্যাত্মিক গৌরবময় ভূমি।

ইসলামের তিনটি আঘাতই মহিমান্বিত ভূমির বিরুদ্ধেই সংঘটিত হয়েছিল। প্রথমটি এবং শেষটি ছিল আধুনিক আধ্যাত্মিক মহিমান্বিত ভূমির বিরুদ্ধে, আর মধ্যবর্তী আঘাতটি পরিচালিত হয়েছিল প্রাচীন আক্ষরিক মহিমান্বিত ভূমির বিরুদ্ধে। মধ্যবর্তী মাইলফলকটি ছিল ইস্রায়েলের আধুনিক জাতির বিরুদ্ধে একটি আক্রমণ, এবং তাদের মসিহের ক্রুশবিদ্ধকরণের সময় আক্ষরিক ইস্রায়েল বিদ্রোহের একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছিল, যা হিব্রু বর্ণমালার ত্রয়োদশ অক্ষর দ্বারা প্রতীকায়িত।

১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত প্রস্তুতি-পর্ব তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের দুইশ কুড়ি বছরের সঙ্গেও যুক্ত, কারণ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দিয়ে ১৭৭৬ সালে শুরু করে ১৯৯৬ সাল এবং 'The Time of the End' পত্রিকার প্রকাশনা পর্যন্ত, মোট দুইশ কুড়ি বছর হয়। সেই ইতিহাসের মাঝখানে ১৯৮৯ সালের শেষের সময় রয়েছে, যা মূর্খ ও দুষ্ট কুমারীদের বিদ্রোহকে চিহ্নিত করে। অতএব, ১৬১১, ১৭৭৬, ১৭৮৯, ১৭৯৮, ১৮৩১, ১৯৮৯, ১৯৯৬, ২০০১, ২০২৩ এবং শীঘ্র আসন্ন রবিবারের আইন, সবই সেই সত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত মাইলফলক যে, ঈশ্বরত্ব মানবত্বের সঙ্গে যুক্ত হলে পাপ করে না। দশটি মাইলফলক, যার মধ্যে দুটি দুইবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

দশ হলো পরীক্ষাকে প্রতিনিধিত্বকারী সংখ্যা, এবং ১৭৭৬ ও ১৭৯৮—এই দুইটি পুনরাবৃত্ত তারিখ যুক্ত করলে, মোট বারোটি মাইলফলক হয়, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে

প্রতিনিধিত্ব করে। এই মাইলফলকগুলো ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে আসন্ন রবিবারের আইন পর্যন্ত যে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পরীক্ষার প্রক্রিয়া চলে, সেটিকেই নির্দেশ করে; যেখানে খ্রিস্ট তাঁর দেবত্বকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মানবত্বের সঙ্গে মিলিত করে তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজ সম্পাদন করেন—যারা অনন্তকাল জুড়ে আর পাপ করে না। অবশ্যই, এই সত্যটি কেবল তারাই দেখতে পারে, যারা—যিশাইয়ার কথায়—"নিজেদের চোখ দিয়ে দেখতে, নিজেদের কান দিয়ে শুনতে, নিজেদের হৃদয় দিয়ে বুঝতে, ফিরে আসতে এবং আরোগ্য লাভ করতে" বেছে নেয়।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণ সম্পন্ন করতে খ্রিস্ট যখন হঠাৎ তাঁর মন্দিরে এলেন, তখন তৃতীয় স্বর্গদূত উপস্থিত হলেন। এরপর মিলারপন্থীদের একটি দল খ্রিস্টকে অনুসরণ করে অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করল, যদিও পরে তারা তৃতীয় স্বর্গদূতের অগ্রসরমান আলোর অনুসরণ করা বন্ধ করে দিল এবং প্রথম কাদেশের বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি করল, এবং তাদের সবাই মারা যাওয়া পর্যন্ত লাওদিকেয়ার মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর জন্য নিযুক্ত করা হলো।

যখন খ্রিস্ট আকস্মিকভাবে অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করলেন, ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের সংযুক্তি সেই কাজের প্রতিনিধিত্ব করছিল, যা তিনি সম্পন্ন করতে প্রস্তুত ছিলেন; এবং সেই কাজটি দুইজন সাক্ষীসহ বিস্ময়কর ভাষাবিদের দ্বারা প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। সেই সাক্ষীরা ছিলেন হাবাক্কুক ও যোহন। উভয় গ্রন্থেরই দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিশতম পদে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ চিহ্নিত করা হয়েছে। একজন ওই তারিখে শুরু হওয়া প্রায়শ্চিত্তের (at-one-ment) কাজের ওপর জোর দিয়েছিলেন, আর অন্যজন এমন এক মন্দিরকে চিহ্নিত করেছিলেন, যা শুদ্ধ করা হওয়ার কথা ছিল।

তিনি হঠাৎ যে মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন, সেটিকে প্রতিনিধিত্ব করছে সেই মন্দির, যা 'daily' (paganism) এবং 'abomination of desolation' (papalism) শক্তিসমূহের দ্বারা পদদলিত হয়েছিল। মন্দিরটি খ্রিস্টকেও প্রতিনিধিত্ব করত; তিনি সেই মন্দির, যা ধ্বংস করা হয়েছিল এবং তিন দিনের মধ্যে আবার দাঁড় করানো হয়েছিল। এটি মিলারাইটদের মন্দিরকেও প্রতিনিধিত্ব করত, যা ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত ছেচল্লিশ বছরে নির্মিত হয়েছিল। এটি মানব মন্দিরকেও প্রতিনিধিত্ব করত, যা ছেচল্লিশটি ক্রোমোজোম দ্বারা সংগঠিত এবং যা মানবদেহের জিনগত গঠনকে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। মানবদেহের প্রতিটি কোষ প্রতি দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি দিনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হয়—এটি কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়।

মন্দিরের এইসব ঐশ্বরিক চিত্রণে, যেগুলি ঈশ্বরত্বকে মানবত্বের সঙ্গে একত্র করার খ্রিস্টের কাজকে উপস্থাপন করে, সেখানে সর্বদা ঈশ্বরত্ব মানবত্বের আগে আসে। ১৬১১ ১৮৩১-এর পূর্বে আসে। ১৭৭৬ ১৭৯৮-এর পূর্বে আসে। ১৭৭৬ ১৯৯৬-এর পূর্বে আসে। ২০০১ ২০২৩-এর পূর্বে আসে। মিলারাইটরা খ্রিস্টের অনুসরণে অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছিল। আদিতে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন।

আমরা এখন ১৭৭৬, ১৭৮৯ এবং ১৭৯৮ সালের তিনটি মাইলফলক সম্পর্কিত আমাদের বিবেচনায় ফিরে আসব, যা সিলমোহরের সময়কালকে চিহ্নিতকারী প্রস্তুতির পর্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম পর্বটি ১৭৭৬—স্বাধীনতার ঘোষণা এবং দুটি কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের সময়কাল—দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়; এবং দ্বিতীয় পর্বটি ১৭৮৯—সংবিধান—এবং ১৭৯৮ পর্যন্ত কনফেডারেশনের অনুচ্ছেদসমূহের সময়কাল দ্বারা

প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

পশুদের প্রতিমার রহস্য—যা এই সত্য যে অষ্টম মস্তকটি সাত মস্তকেরই অন্তর্ভুক্ত—উভয় পর্বে চিহ্নিত হয়েছে। এটি সেই ইতিহাসের তৃতীয় পথচিহ্নেও চিহ্নিত হয়েছে, তবে সেই পথচিহ্নটি সাতটির মধ্যকার অষ্টমটির পোপতন্ত্রের মাধ্যমে পূরণ হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে। প্রথম দুটি পর্ব যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাতটির মধ্যে অষ্টমটির পূরণকে উপস্থাপন করে।

যুক্তরাষ্ট্র দুটি শিং নিয়ে গঠিত—একটি একজন পুরুষের সঙ্গে এবং অন্যটি একজন নারীর সঙ্গে সম্পর্কিত। পুরুষটি রাজনৈতিক ক্ষমতা; এটি রিপাবলিকান শিং। নারীটি ধর্মীয় ক্ষমতা; এটি প্রোটেস্ট্যান্ট শিং। অতএব, ১৭৭৬ এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা সময়কালটি প্রোটেস্ট্যান্ট শিংকে উপস্থাপন করছে, কারণ দিব্যতা সর্বদা মানবতার পূর্বে আসে। ১৭৮৯ এবং সংবিধান দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা সময়কালটি রিপাবলিকান শিংকে উপস্থাপন করছে।

২০২০ সালে আধুনিক শয়তানী নাস্তিক ড্রাগন শক্তির দ্বারা উভয় শিং-ই বধ করা হয়েছিল। প্রকৃত প্রোটেস্ট্যান্ট শিংটি ১৮ জুলাই, ২০২০-এ বধ করা হয়েছিল, এবং পরবর্তীতে ৩ নভেম্বর, ২০২০-এ রিপাবলিকান শিংটিও বধ করা হয়েছিল। ২০২৩ সালে দুই সাক্ষী উঠে দাঁড়াল, আর তাদের মৃতদেহ নিয়ে যে বিশ্ব আনন্দ করছিল, তা ভয় পেতে শুরু করল।

২০২৩ সালে, পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ প্রজন্মে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরকরণের চূড়ান্ত কাজ শুরু হয়েছে। দিব্যতা এখন মানবতার সঙ্গে চিরকালের জন্য একীভূত হচ্ছে, যেহেতু শেষ দিনের বিশ্বস্তরা খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তিকে চিরকালের জন্য পুনঃসৃষ্টি করছে।

২০২৩ সালে, পৃথিবী থেকে উঠে আসা জন্তুর দেশে ধর্মচ্যুত গির্জাকে ধর্মচ্যুত রাষ্ট্রের সঙ্গে একীভূত করার চূড়ান্ত কাজ শুরু হয়। পাপাসির প্রতিনিধিত্বকারী, ধর্মচ্যুত রাষ্ট্রের ওপর ধর্মচ্যুত গির্জার শাসনে গঠিত সেই ক্ষমতার কাঠামো তখন প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছিল, এবং এর মাধ্যমে জন্তুর প্রতিমূর্তি পুনরায় সৃষ্টি করা হচ্ছিল।

যাদের আহ্বান করা হয়েছে, তাদের জন্য মহান পরীক্ষা হলো পশুর মূর্তির গঠনের সাক্ষী হওয়ার পরীক্ষা, যা "কণ্ঠস্বর, বিদ্যুৎ-চমক, বজ্রধ্বনি" এবং আসন্ন "ভূমিকম্প" দ্বারা প্রতীকায়িত। মোহরকরণের সময় হলো সেই সময়কাল, যখন প্রতিটি দর্শন তার পরিপূর্ণ ফল (পরিপূর্ণ) লাভ করে। 1776 থেকে 1798 পর্যন্ত যে প্রস্তুতির সময়কাল মোহরকরণের সময়কে প্রতীকায়িত করে, তাতে "চাকার ভিতর চাকা" ছিল—যা সেই দর্শনের এক অংশ, যা ইজেকিয়েল এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণের সময় অতিপবিত্র স্থানে দৃষ্টিপাত করে দেখেছিলেন। সেই চাকাগুলোকে সিস্টার হোয়াইট "মানবিক ঘটনাবলির জটিল পারস্পরিক ক্রিয়া" হিসেবে শনাক্ত করেছেন। 1776 থেকে 1798 পর্যন্ত প্রস্তুতির সময়কালে ঐ "মানবিক ঘটনাবলির জটিল পারস্পরিক ক্রিয়া"গুলোর কিছু অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা লক্ষ্য করা উচিত।

একটি বিষয় হলো এই সত্য যে বিপ্লবী ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরূপ ছিল। উভয় দেশেই পোপতন্ত্রকে পৃথিবীর সিংহাসনে আসীন করে, এবং উভয়েই তার পতন ঘটায়। উভয় দেশেই সেই কাজ সম্পন্ন করতে তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি উৎসর্গ করে। উভয় দেশেই হঠাৎ তাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সরিয়ে দিয়ে ক্যাথলিক হয়ে ওঠে। উভয় দেশেই এমন একটি

"ভূমিকম্প"-এর শিকার হয় যা তাদের প্রতিষ্ঠিত সরকারগুলোকে উৎখাত করে। উভয় জাতির ইতিহাস ১৭৮৯ সালের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, কারণ ১৭৮৯ সালেই ফরাসি বিপ্লব শুরু হয় এবং মার্কিন সংবিধান কার্যকর হয়।

ফরাসি বিপ্লব দশ বছর স্থায়ী ছিল। ফরাসি বিপ্লবের শেষ পর্যায়ে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সামরিক নেতা হয়ে ওঠেন এবং ১৭৯৯ সালের ৯ নভেম্বর তাঁর সফল অভ্যুত্থানের পর ফরাসি সরকারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যার ফলে তিনি ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রথম কনসাল হন।

১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ সালের প্রস্তুতি-পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে, যিনি অষ্টম ছিলেন (ক্রম অনুসারে নয়), অর্থাৎ সাতজনেরই একজন ছিলেন, তিনি ছিলেন জন হ্যানকক। ১৭৮৯ (ফরাসি বিপ্লবের বছর) দ্বারা চিহ্নিত ওই দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি আটজন সভাপতির একজন ছিলেন। ওই আটজন সভাপতির মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ১৭৭৬ দ্বারা চিহ্নিত প্রথম পর্যায়েও সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অর্থে তিনি ছিলেন অষ্টম, যিনি সাতজনেরই একজন ছিলেন।

তিনি মানব পর্বের স্বাক্ষর, কারণ প্রথম পর্বটি ঐশ্বরিকতাকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং অতএব তিনি সেই স্বাক্ষর যা দুটি পর্বকে (ঐশ্বরিক ও মানবিক) একত্রে বেঁধে রাখে। তাঁর স্বাক্ষর মানব ইতিহাসে সবচেয়ে সুপরিচিত স্বাক্ষর, এবং তা তাঁর অসাধারণ হস্তাক্ষরের চেয়েও বেশি কিছু প্রতীকায়িত করত।

স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে জন হ্যানককের স্বাক্ষর ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত স্বাক্ষর। তাঁর বড় ও আড়ম্বরপূর্ণ স্বাক্ষরটি এক প্রতীক হয়ে উঠেছে, যা আমেরিকার স্বাধীনতা এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকান উপনিবেশগুলোর প্রতিরোধকে প্রতীকায়িত করে। ১৭৭৬ সালে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরের সময় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন হ্যানকক। কথিত আছে, তিনি নিজের নামটি এমনভাবে বড় ও স্পষ্ট করে লিখেছিলেন যাতে রাজা জর্জ তৃতীয় চশমা ছাড়াই তা পড়তে পারেন। এটি তাঁর সাহসিকতা এবং স্বাধীনতার উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারকে প্রতীকায়িত করেছিল।

হ্যানকক ১৭৮৯ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা পর্বের আটজন প্রেসিডেন্টের একজন ছিলেন, আবার ১৭৭৬ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা পর্বে প্রেসিডেন্ট ছিলেন এমন সাতজনেরও একজন ছিলেন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর হওয়ার সময় তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। হ্যানকক তাঁর মানবিক স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুটি পর্বকে একত্রে বাঁধেন, এবং তিনি প্রথম ইতিহাস ও দ্বিতীয় ইতিহাস—উভয়টিতেই উপস্থিত। প্রথম ইতিহাসটি ঐশ্বরিককে প্রতিনিধিত্ব করে এবং দ্বিতীয়টি মানবিককে, এবং যে স্বাক্ষর দুইটি ইতিহাসকে একত্রে বাঁধে সেটি হলো বিস্ময়কর ভাষাবিদের স্বাক্ষর, যিনি ১৭৭৬ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা ঐশ্বরিক পর্বকে ১৭৮৯ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা মানবীয় পর্বের সঙ্গে একত্র করতে মানবকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

বিশ্বের ইতিহাসে স্বীকৃতির দিক থেকে হ্যানককের স্বাক্ষরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এমন আর মাত্র একটি স্বাক্ষর আছে, এবং সেটিও ১৭৮৯ ও ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত। সেই স্বাক্ষরে হ্যানকক যে ধরনের সাহসিকতা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, ঠিক সেই একই ধরনের সাহসিকতা রয়েছে, এবং সেটি ফ্রান্সের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি ও প্রতীকী গুরুত্বের দিক থেকে, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের স্বাক্ষরের মর্যাদা জন হ্যানককের স্বাক্ষরের সঙ্গে তুলনীয়, যদিও ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন। ফ্রান্সের বিশিষ্ট সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা নেপোলিয়ন ইউরোপীয় ও বৈশ্বিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ছাপ রেখেছেন, বিশেষত নেপোলিয়নিক যুদ্ধসমূহের সময়। তাঁর স্বাক্ষর, যা প্রায়ই এর সাহসী ও স্বতন্ত্র শৈলীর জন্য চিহ্নিত, তাঁর প্রবল প্রভাব এবং তিনি ইউরোপে যে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন, তার প্রতীক হয়ে ওঠে, যার মধ্যে নেপোলিয়নিক কোড নামে পরিচিত আইনি সংস্কারও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হ্যানককের স্বাক্ষরের মতোই, যা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং আমেরিকার স্বাধীনতার সাধনার প্রতীক, নেপোলিয়নের স্বাক্ষর ভিন্ন ধরনের সাহসিকতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে—ইউরোপীয় রাজনৈতিক সীমানার পুনর্গঠন এবং ফরাসি বিপ্লবী আদর্শের প্রসার। উভয় স্বাক্ষরই তাদের নিজ নিজ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জাতির ভাগ্য নির্ধারণে ভূমিকা এবং বিশ্ব ইতিহাসে তাদের কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত প্রভাবের প্রতীক।

যখন ইজেকিয়েল চাকার ভেতরে চাকা দেখেছিলেন, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরের সময়ের ইতিহাসে মানব ঘটনাবলির জটিল আন্তঃক্রিয়াকে উপস্থাপন করছিল, তখন সেই চাকাগুলোর একটি ১৭৮৯ সালে একটি চাকার মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়েছিল, যখন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান—একটি প্রজাতান্ত্রিক শিং এবং একটি প্রোটেস্টেন্ট শিং-সহ সেই পশু—ফ্রান্স—মিশরের শিং এবং সদোমের শিং-সহ সেই পশু—এর সঙ্গে ছেদ করেছিল।

১৭৮৯ থেকে ১৭৯৯ পর্যন্ত, ফ্রান্স এক “ভূমিকম্পে” কাঁপছিল, যার উৎস ছিল অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা নাস্তিকতার পশু। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরের সময়ে, ১৭৮৯ নির্দেশ করে সেই সময়কালকে যা শুরু হয় ১৮ জুলাই, ২০২০-এ, যখন নাস্তিকতার পশু সত্যিকারের প্রোটেস্টেন্টবাদের শিংকে উল্টে ফেলে ও বধ করে, এবং তারপর ৩ নভেম্বর, ২০২০-এ নাস্তিকতার পশু রিপাবলিকানবাদের শিংকেও উল্টে ফেলে ও বধ করে। ১৭৮৯-এর চাকা ২০২০-এর চাকাকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা জুলাই ১৮ (ঐশ্বরিকতা), এবং ৩ নভেম্বর, ২০২০ (মানবতা) দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে।

মানুষের মাধ্যমে উপস্থাপিত ঈশ্বরের স্বাক্ষরটি বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত দুইটি স্বাক্ষরে পাওয়া যায়, যা উভয়ই ১৭৮৯ সালের সঙ্গে যুক্ত, এবং উভয়ই সেই শক্তিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে যারা পৃথিবীর সিংহাসনে পোপতন্ত্রকে বসায় এবং সেখান থেকে অপসারণ করে। ঈশ্বরের সত্যের স্বাক্ষরকে উপস্থাপনকারী তিনটি মাইলফলকের মধ্যবর্তীটি হিসেবে ১৭৮৯, ‘তেরো’ উপনিবেশে এবং ফরাসি বিপ্লবের ‘বিদ্রোহ’-এর স্বাক্ষর ধারণ করে।

১৭৮৯ থেকে ১৭৯৯ ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসকে উপস্থাপন করে, এবং সংখ্যা দশ একটি পরীক্ষাকে প্রতিনিধিত্ব করে। ১৭৮৯ হলো ‘সত্য’ শব্দের প্রথম অক্ষর, আর ১৭৯৯ ফ্রান্সে সেই সময়পর্বের শেষ অক্ষরকে প্রতিনিধিত্ব করে। মধ্যবর্তী সময়টি ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের রাজার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মাধ্যমে চিহ্নিত হয়েছিল, কারণ নাগরিকরা তার উদ্ধত রাজকীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

> ফ্রান্স যে শান্তির সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তা নিশ্চয়ই শিকড়সহ উৎপাটিত হবে, আর পরিণাম হবে ভয়াবহ। ১৭৯৩ সালের ২১ জানুয়ারি, সংস্কারকদের উপর নির্যাতনের পথে ফ্রান্স যে দিন সম্পূর্ণভাবে পা বাড়িয়েছিল সেই দিনের ঠিক দুই শত আটান্ন বছর পরে, একেবারে ভিন্ন উদ্দেশ্যে আরেকটি শোভাযাত্রা প্যারিসের রাস্তাগুলো দিয়ে অতিক্রম করল। দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ২৩১।

১৭৮৯ সালটি যুক্তরাষ্ট্রের দুই-শিংওয়ালা জন্তুর জন্য তেরোতম অক্ষরের বিদ্রোহকে, এবং ফ্রান্সের দুই-শিংওয়ালা জন্তুর জন্য প্রথম অক্ষরকে চিহ্নিত করেছিল। ফ্রান্সের মধ্য অক্ষর ছিল ১৭৯৩, যখন ফ্রান্সের রাজার শিরোচ্ছেদ হয়েছিল, এবং ১৭৯৯ সালে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার মাধ্যমে নেপোলিয়ন শেষ অক্ষরকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ফ্রান্সের উৎখাতের ইতিহাসে "সত্য"-এর স্বাক্ষর, যা ১৭৮৯, ১৭৯৩ এবং ১৭৯৯ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চাকা, যা ১৭৭৬, ১৭৮৯ এবং ১৭৯৮-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চাকাটির সঙ্গে একত্রে বাঁধা।

উভয় ইতিহাসে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত দুইটি স্বাক্ষর রয়েছে, ফলে "সত্য"র ঐশ্বরিক স্বাক্ষরকে দুইটি মানবীয় স্বাক্ষরের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর করার কালপর্বে উভয় চাকা তেরোতম বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত, যা ২০২০ সালে দুই সাক্ষীর হত্যা থেকে ২০২৩ সালে তাদের উঠে দাঁড়ানো—যার চিহ্ন ৭ অক্টোবর, ২০২৩—পর্যন্ত বিস্তৃত।

আমরা আমাদের অধ্যয়নটি পরবর্তী নিবন্ধে চালিয়ে যাব।